দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 APR 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

এক বছর পেরুলেও প্রভাষক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে চলছে নয়টি মডেল কলেজ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যে মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলেও কোনটিই আজ অবধি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারেনি। এক বছর পেরুলেও প্রভাষক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়েই চলছে এসব 'মডেল কলেজ' নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারের ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদফতরের প্রকল্পের আওতাধীন সারাদেশে এমন নয়টি মডেল কলেজ শুরু থেকেই খুড়িয়ে চলছে। ঢাকা বিভাগে ৪টিসহ অন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে এসব মডেল স্কুল কাম কলেজের অবস্থান। অভিযোগ রয়েছে, এসব কলেজে ছাত্র ভর্তি হবার পর শিক্ষক না থাকায় অন্যত্র চলে যাচ্ছে। অথচ, প্রভাষক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হলেও অদৃশ্য কারণে নিয়োগ পাননি সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ। দীর্ঘ নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবার পরও গত দেড় বছরে চাকরি জোটেনি নিয়োগ পাওয়া ১১৪ সহকারী অধ্যাপকের ভাগ্যে। তাঁদের নিয়োগ নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পত্রিকায় চকচকার বিজ্ঞাপন দেখে উচ্চমূল্যের টিউশন ফি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা তাই প্রতারণার অভিযোগ তুলছেন। ২০০৬ সালে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এসব কলেজের জন্য অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাষক ও কলেজপ্রতি ২২ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বেসরকারী) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত শিক্ষকদের যোগদানের উদ্দেশ্যে যোগদানস্থলের পছন্দক্রম উল্লেখ করে ২ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে প্রকল্প পরিচালক বরাবর সম্মতিপত্র দাখিল করতে বলা হয় (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারণ নং-শাঃ ২০/১১/মডেল-৩/২০০৫)। সম্মতিপত্র জমা দেয়ার পর অন্যান্য নিয়োগ হলেও নিয়োগ হয়নি নির্বাচিত ১১৪ সহকারী অধ্যাপকের। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় প্রভাষক নিয়োগও হয়ে যায়। রাজউক মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সঙ্গে পড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৯টি মডেল কলেজের সৃষ্টি। এর মধ্যে রাজধানীতে ৪টিসহ পাঁচ বিভাগীয় শহরে ৫টি কলেজ। লালবাগ মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মিরপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, শ্যামপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ ও মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ ছাড়াও বিভাগীয় কলেজগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সিলেট মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, খুলনা মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, বরিশাল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং রাজশাহী মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। মডেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে এসব কলেজে উচ্চ মূল্যের টিউশন ফিও ধার্য করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সারওয়ার হোসেন কলেজগুলোর যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এগুলো মডেল প্রতিষ্ঠান তাই দরিদ্রদের জন্য নয়। অথচ, প্রতিটি কলেজেই আজ দৈন্যদশা চলছে। এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী জুন মাসে। এরপর সরকারের সিদ্ধান্তের ওপরই এগুলোর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকারের উপর মহলে আলোচনা করা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে শীঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলেও তিনি জানান।